1

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি এই নিখিল বিশ্বের মালিক। দরুদ ও সালাম শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ), তাঁর বংশধর এবং ছাহাবাগণের প্রতি।

নিশ্চয়ই হজ্জ অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবাদত। কেননা, তা ইসলামের ৫ম স্তম্ভ বা ভিত্তি। যা দিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন। যা ব্যতীত কারো ঈমান ও দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয় না।

ইবাদত কবুল হওয়ার দুটি শর্ত।

১) ইখলাছ অর্থাৎ সকল কাজ এক মাত্র আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে করা। যাতে লোক দেখানো, প্রশংসা অর্জন, অথবা দুনিয়া পাওয়ার লোভ লেশ মাত্রও থাকবে না।

২) কথা এবং কাজ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর প্রদর্শিত পথের অনুসারে হতে হবে। আর নবী (সঃ) এর অনুসরণ করতে হলে হাদীসের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

হজ্জের প্রকারভেদ

হজ্জ তিন প্রকারঃ- (১) তামত্তু’ (২) ইফরাদ (৩) কেরান।

হজ্জে তামাত্তু’ ঃ- হজ্জ মৌসুমে শুধু উমরাহের ইহরাম বেঁধে তাওয়াফ এবং সায়ী করে (ছাফা মারওয়ার দৌড়কে সায়ী বলে) মাথার চুল মুন্ডন

2

অথবা খাটো করে হালাল হয়ে যাবে। পরে ৮ই জিলহজ্জ শুধু হজ্জের জন্যে ইহরাম বেঁধে হজ্জের সকল কাজ সমাধা করবে।

হজ্জে ইফরাদ ঃ- শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবে। এবং মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ ও হজ্জের সায়ী করে নিবে। কিন্তু হজ্জে ইফরাদকারী ১০ই জিলহজ্জ ঈদের দিন জামরায়ে আকাবায় পাথর মারা পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবে। পাথর মেরে হালাল হবে। যদি কেহ সায়ীকে হজ্জের তাওয়াফের পরে নিয়ে যায় তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

হজ্জে কেরান ঃ- উমরাহ ও হজ্জের জন্য একসাথে ইহরাম বাঁধবে অথবা প্রথমে উমরাহের জন্য ইহরাম বাঁধবে পরে তাওয়াফ শুরু করার পূর্বেই হজ্জকে শামিল করে নিবে। ইফরাদকারীর যে কাজ তারও একই কাজ তবে কেরানকারীকে কোরবানী করতে হবে। আর এফরাদকারীকে কোরবানী করতে হবে না।

উপরোল্লেখিত তিন প্রকারের মধ্যে তামাত্তু হল সবচেয়ে উত্তম। কেননা, নবী করীম (সঃ) ছাহাবীদেরকে তামাত্তু করার আদেশ করেছিলেন। এমনকি কেউ যদি তাওয়াফ ও সায়ী করে ফেলে তবুও সে তামাত্তু করতে পারে। কেননা, নবী করীম (সঃ) তাওয়াফ এবং সায়ী করার পর ছাহাবীদেরকে

3

তামাত্তু করার হুকুম দিলেন এবং বললেন যে, যাদের সাথে কোরবানীর জন্তু নেই তারা যেন তামাত্তু করে। তিনি আরও বললেন যে, যদি আমার সাথে কোরবানীর জন্তু না থাকত তাহলে আমিও তাই করতাম যা করতে তোমাদের বলেছি।

উমরাহের বিবরণ ঃ-

উমরাহ্কারী প্রথমে গোসল করবে, সুগন্ধি আতর দাড়ী ও মাথায় লাগাবে। ইহরামের কাপড় পরিধানের পর যদিও আতরের চিহ্ন বাকী থাকে তাহলেও কোন ক্ষতি নেই। সকল নারী-পুরুষ এমনকি ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী মেয়ে লোকের জন্যও সুন্নত। গোসলের পর ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী মহিলা ছাড়া সকলেই ফরজ নামাজের সময় হলে ফরজ নামাজ আর না হয় দু রাকাত সুন্নত নামাজ তাহিয়্যাতুল ওজুর নিয়তে পড়বে। নামাজ শেষে ইহরাম পরিধান করবে এবং তালবিয়া পাঠ করবে। আর তালবিয়া হলঃ-

لَبَّيْكَ عُمْرَةً لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ
لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ
لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ ঃ- লাব্বাইকা উমরাতান , লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা

4

লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি’মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা-শারিকা লাকা।

অর্থ ঃ- “উমরাহ্ আদায়ের জন্যে আমি তোমার ডাকে সারাদিয়ে হাজির হয়েছি, আমি তোমার দরবারে হাজির, হে আল্লাহ ! আমি তোমার দরবারে হাজির, তোমার দরবারে হাজির, তোমার কোন অংশীদার নেই। আমি তোমার দরবারে হাজির। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নিয়ামত এবং রাজত্ব তোমারই, তোমার কোন অংশীদার নেই।”

পুরুষেরা উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করবে। আর মহিলারা এমনভাবে পাঠ করবে যেন, তার পার্শবর্তী ব্যক্তি শুনতে পায়। ইহরাম বাঁধার পর বেশী বেশী করে তালবিয়া পাঠ করবে। বিশেষ করে উচু স্থানে উঠতে বা নিচে নামতে, রাত অথবা দিনের আগমনে বেশী বেশী করে তালবিয়া পাঠ করবে। এবং আল্লাহর কাছে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ ও বেহেস্তের জন্য মোনাজাত করবে। আর দোজখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। ইহরাম বাঁধা থেকে নিয়ে তাওয়াফ শুরু করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করবে। তবে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা থেকে নিয়ে ঈদের দিন জামরাতুল আকাবায় পাথর মারা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করবে। যখন হারামে প্রবেশ করবে

5

তখন ডান পা প্রথমে রাখবে এবং এ দোয়া পড়বে ঃ-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى
رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ
وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اَعُوْذُ
بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ
وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ ঃ- বিসমিল্লাহি ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহ আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী যুনুবী ওয়াফ্তাহ্লী আব্ওয়া-বা রাহ্মাতিকা, আউযুবিল্লাহিল্ আযীমি ওয়া বিওয়াজহিহিল্ কারীমি ওয়া বিসুলতানিহিল কাদীমি মিনাশ শাইতানির রাজীম।

অর্থ ঃ- “আল্লাহর নামে। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ ! তুমি আমার গুনাহ সমূহ মাফ করো। এবং তোমার রহমতের দরজাগুলো আমার জন্যে খুলে দাও। আমি মহান আল্লাহর নিকট তাঁর মহিয়ান সত্তা ও সনাতন রাজত্বের ওসিলায় বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রথনা করছি।”

6

লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি’মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা-শারিকা লাকা।

অর্থ ঃ- “উমরাহ্ আদায়ের জন্যে আমি তোমার ডাকে সারাদিয়ে হাজির হয়েছি, আমি তোমার দরবারে হাজির, হে আল্লাহ ! আমি তোমার দরবারে হাজির, তোমার দরবারে হাজির, তোমার কোন অংশীদার নেই। আমি তোমার দরবারে হাজির। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নিয়ামত এবং রাজত্ব তোমারই, তোমার কোন অংশীদার নেই।”

পুরুষেরা উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করবে। আর মহিলারা এমনভাবে পাঠ করবে যেন, তার পার্শবর্তী ব্যক্তি শুনতে পায়। ইহরাম বাঁধার পর বেশী বেশী করে তালবিয়া পাঠ করবে। বিশেষ করে উচু স্থানে উঠতে বা নিচে নামতে, রাত অথবা দিনের আগমনে বেশী বেশী করে তালবিয়া পাঠ করবে। এবং আল্লাহর কাছে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ ও বেহেস্তের জন্য মোনাজাত করবে। আর দোজখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। ইহরাম বাঁধা থেকে নিয়ে তাওয়াফ শুরু করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করবে। তবে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা থেকে নিয়ে ঈদের দিন জামরাতুল আকাবায় পাথর মারা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করবে। যখন হারামে প্রবেশ করবে

7 তখন ডান পা প্রথমে রাখবে এবং এ দোয়া পড়বে ঃ-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ ঃ- বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী যুনুবী ওয়াফ্‌তাহলী আব্‌ওয়া-বা রাহমাতিকা, আউযুবিল্লাহিল্ আযীমি ওয়া বিওয়াজহিহিল্ কারীমি ওয়া বিসুলতানিহিল কাদীমি মিনাশ শাইতানির রাজীম।

অর্থ ঃ- "আল্লাহর নামে। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ ! তুমি আমার গুনাহ সমূহ মাফ করো। এবং তোমার রহমতের দরজাগুলো আমার জন্যে খুলে দাও। আমি মহান আল্লাহর নিকট তাঁর মহিয়ান সত্তা ও সনাতন রাজত্বের ওসিলায় বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রথনা করছি।"

8 এরপর তাওয়াফ শুরু করার জন্য হাজরে আসওয়াদের নিকট গিয়ে ডান হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করতঃ চুম্বন করবে। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে হাত দিয়ে শুধু ইশারা করবে চুম্বন করবে না। কারণ চুমু দিতে গিয়ে অন্যকে কষ্ট দেয়া যাবে না। চুমু অথবা ইশারা করার সময় এ দোয়া পড়বে ঃ-

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

উচ্চারণ ঃ- বিসমিল্লাহি ওয়া আল্লাহু আকবার আল্লা-হুম্মা ঈমা-নামবিকা ওয়া তাসদীক্বাম বিকিতা-বিকা ওয়া ওয়াফা-আম বি আহদিকা ওয়া ইত্তিবা-আন লিসুন্নাতি নাবিইয়্যিকা মোহাম্মাদিন (সঃ)।

অর্থ ঃ- "আল্লাহর নামে, আল্লাহ মহান, হে আল্লাহ ! তোমার উপর ঈমান রেখে, তোমার কিতাবকে (কুরআন) সত্যায়ন করে, তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে এবং তোমার নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর আদর্শের অনুসরন করে (ত্বাওয়াফ আদায় করছি।)।"

9 এবং তাওয়াফ শুরু করবে। রুকনে ইয়ামানিতে আসলে হাত দ্বারা স্পর্শ করবে, চুম্বন করবে না আর রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যস্থলে এ দোয়া পড়বে ঃ-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

উচ্চারণ ঃ- রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতান ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতান ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ।"

অর্থ ঃ- "হে আমাদের রব্ব তুমি আমাদেরকে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যান দান করো এবং জাহান্নামের আযাব হতে মুক্তি দান করো। হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যান ও নিরাপত্তা ভিক্ষা চাই।"

যখনই হাজরে আসওয়াদের কাছে আসবে তখনি হাত দ্বারা ইশারা অথবা চুমু দিয়ে তাকবীর বলবে। আর বাকী তাওয়াফে নিজ ইচ্ছানুযায়ী যিকর, তেলাওয়াত ও দোয়া করতে থাকবে। কেননা, কা'বা ঘরের তাওয়াফ, ছাফা মারওয়ার সাঈ এবং

10 জামরায় পাথর নিক্ষেপে আল্লাহ পাকের যিকরই উদ্দেশ্য। আর এ তাওয়াফ অর্থাৎ আগমনী তাওয়াফে পুরুষের জন্য দুটি কাজ করতে হবে।

১) ইজতিবা, অর্থাৎ তাওয়াফকারী গায়ের চাদরের মধ্যভাগ ডান কাঁধের নিচে রেখে উভয় কিনারা বাম কাঁধের উপর রাখবে। তাওয়াফ শেষ হওয়ার পর পুর্বের মত চাদর গায়ে দিবে। কেননা ইজতেবা শুধু তাওয়াফেই করতে হয়।

২) তাওয়াফে প্রথম তিন চক্রে রমল অর্থাৎ ছোট ছোট কদমে কিছুটা দ্রুত গতিতে চলবে এবং বাকী চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে চলবে। যখন তাওয়াফ শেষ হয়ে যাবে তখন এ আয়াতটি পড়বে ঃ-

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى.

উচ্চারণ ঃ- (ওয়াত্তাখিযু মিম মাক্বা-মি ইবরাহীমা মোসাল্লা) অর্থাৎঃ- "এবং তোমরা মাক্বামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান বানাও।"

এবং সুরা ফাতেহার পর প্রথম রাকাতে সুরায়ে কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকাতে সুরায়ে ইখলাছ পাঠ করে দু রাকাত নামাজ মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে পড়বে। নামাজ শেষে সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদে গিয়ে স্পর্শ করবে। এরপর ছাফা পাহাড়ের দিকে যাবে। যখন ছাফার নিকটবর্তী হবে তখন এ আয়াতটি পাঠ করবে ঃ-

11 اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ.

উচ্চারণ ঃ- ইন্নাচ্ছাফা- ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআ-ইরিল্লা-হ অর্থ ঃ- "নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভূক্ত।" তারপর ছাফা পাহাড়ে উঠে কাবার দিকে মুখ করে আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করে নিজ ইচ্ছা মতো দোয়া করবে। এ স্থলে নবীজী (সঃ) নিম্ন লিখিত দোয়া করতেন ঃ-

لَااِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَااِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ اَنْجَزَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ.

উচ্চারণ ঃ- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা-কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়াদাহু ওয়া নাছারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াদাহু। অর্থ ঃ- "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই। তিনি একা তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তারই এবং তাঁরই জন্যে সমস্ত প্রশংসা। এবং তিনি সবকিছুর

12 উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই। তিনি একা। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সবকটি দলকে একাই পরাজিত করেছেন।"

এই দোয়াটি তিনবার পড়বে। এবং এর সাথে অন্যান্য দোয়াও করবে। এরপর ছাফা থেকে নেমে মারওয়ার দিকে চলবে। যখন সবুজ চিহ্নে পৌছাবে তখন যথা সম্ভব দ্রুত গতিতে চলবে। আর যখন দ্বিতীয় সবুজ চিহ্নে পৌছাবে তখন স্বাভাবিক গতিতে চলে মারওয়ায় যাবে। মারওয়ায় পৌছে কিবলার দিকে মুখ করে দু হাত উঠিয়ে ছাফায় যে ভাবে দোয়া করেছিলে তেমনি দোয়া করবে। তারপর মারওয়া থেকে ছাফার দিকে যাবে, এবং যেখানে দ্রুত গতিতে প্রথমে চলেছিল সে খানে দ্রুত গতিতে চলবে আর যেখানে স্বাভাবিক গতিতে চলেছিল সেখানে স্বাভাবিক গতিতে চলবে। যখন ছাফায় পৌছাবে তখন আগের মতো দোয়া ইত্যাদি করবে, এ ভাবে মারওয়ায়ও করবে। ছাফা থেকে মারওয়ায় যাওয়া এক চক্র, এবং মারওয়া থেকে ছাফায় আসা এক চক্র। এভাবে সাত চক্র পূর্ণ করবে। আর সাঈতে নিজ ইচ্ছানুযায়ী কোরআন তেলাওয়াত, যিকর ও দোয়া করতে থাকবে। সাঈ শেষে পুরুষের জন্য সম্পূর্ণ মাথার চুল মুন্ডন অথবা খাটো করতে হবে। আর

13

মহিলাদের জন্য অঙ্গুলির অগ্রভাগ পরিমাণ চুল কাটতে হবে। পুরুষের জন্য মাথার চুল মুন্ডন করাই উত্তম। হাঁ যদি হজ্জের সময় অতি নিকটবর্তী হয় তাহলে চুল ছোট করাই উত্তম যাতে হজ্জের সময় চুল মুন্ডন করা যায়। এরই সাথে উমরাহ সম্পন্ন হয়ে গেল। আর ইহরামের কারণে যে সমস্ত কাজ হারাম ছিল, যেমন পোষাক- পরিচ্ছদ, সুগন্ধি ব্যবহার, স্ত্রীসহবাস ইত্যাদি সবকিছুই হালাল হয়ে গেল।

হজ্জের বিবরণ ঃ-

৮-ই জিলহজ্জ তারবিয়ার দিন প্রথম প্রহরে ঐ স্থানে ইহরাম বাঁধবে যেখান থেকে হজ্জ করার ইচ্ছা করবে। উমরাহের ইহরাম বাঁধতে যেভাবে গোসল, সুগন্ধি ব্যবহার ও নামাজ আদায় করেছিল তেমনি হজ্জের ইহরাম বাঁধার সময়ও করবে।এর পর হজ্জের ইহরামের নিয়ত করবে এবং এভাবে তালবিয়া পাঠ করবে ঃ-

لَبَّيْكَ حَجًّا لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ

لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ

وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ.

14

উচ্চারণ ঃ- লাব্বাইকা হাজ্জান লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা-শরীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা-শরীকা লাকা। অর্থ ঃ- "আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে হজ্জ আদায়ের জন্যে হাজির হয়েছি। আমি তোমার দরবারে হাজির, আমি তোমার দরবারে হাজির, তোমার কোন শরীক নেই। আমি তোমার দরবারে হাজির। নিশ্চয় সমস্ত নিয়ামত এবং রাজত্ব তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই।"

আর যদি হজ্জ সম্পাদন করতে কোন বাধার আশংকা থাকে তাহলে শর্ত সাপেক্ষে নিয়ত করবে এবং বলবে ঃ-

وَاِنْ حَبَسَنِىْ حَابِسٌ فَمَحِلِّىْ حَيْثُ

حَبَسْتَنِىْ.

অর্থাৎ যদি কোন বাধাদায়ক বস্তু আমাকে হজ্জ সম্পাদন করতে বাধা দেয়, তাহলে হে আল্লাহ ! তুমি যেখানে আমাকে আটকিয়ে দিবে সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান হবে। কিন্তু যদি হজ্জ সম্পাদন করতে কোন বাধার আশংকা না থাকে তাহলে শর্তের সাথে নিয়ত করবে না। বরং শর্ত ছাড়াই নিয়ত করবে। অতঃপর মিনার দিকে রওয়ানা দিবে। মিনায় পৌছে যোহর, আছর,

15

মাগরিব, এশা ও ফজর এই পাচঁ ওয়াক্ত নামাজ নির্দ্ধারিত সময়ে কছর করে পড়বে। জমা বা দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্র করে পড়বে না। আরাফার দিন সূর্য্য উঠার পর মিনা থেকে আরাফার দিকে রওয়ানা দিবে। এবং সম্ভব হলে নামিরা নামক স্থানে অবস্থান করবে। আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, নামিরায় অবস্থান করা সুন্নত। যখন সূর্য্য ঢলে যাবে, তখন যোহর ও আছরের নামাজ একসাথে প্রথম ওয়াক্তে দু-দু রাকাত করে পড়বে। যেমনি নবী করীম (সঃ) করেছিলেন। নামাজের পর মহান ও মহীয়ান আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি, যিকর ও দোয়ায় সময়কে নিযুক্ত করবে। আর নিজ পছন্দানুযায়ী দুহাত উঁচু করে কিবলামুখী হয়ে দোয়া করবে। যদি জাবলে রাহমত পিছনে পড়ে যায় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, কেবলা মুখী হওয়া সুন্নত, আর জাবলের দিকে মুখ করা সুন্নত নয়। এই মহান অবস্থান স্থলে হুজুর (সঃ) বেশী বেশী করে এই দোয়া পাঠ করতেন ঃ-

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى

كُلِّ شَيٍْ قَدِيْرٌ.

16

উচ্চারণ ঃ- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা-কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।

অর্থ ঃ- "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মাঁবুদ নেই। তিনি একা তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তারই এবং তাঁরই জন্যে সমস্ত প্রশংসা। এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

যদি কোন ক্লান্তি অনুভূত হয় আর এই ক্লান্তি দূর করতে সাথীদের সাথে লাভজনক কথাবার্তা অথবা কল্যাণকর কিতাবাদি, বিশেষ করে যে সমস্ত কিতাব আল্লাহ পাকের দয়া ও দান সম্পর্কে লিখিত ঐ সমস্ত কিতাব পাঠ করতে ইচ্ছা হয় তাহলে তা হবে উত্তম। অতঃপর বিনয়ের সাথে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে দোয়া করবে। এবং দিনের শেষ ভাগটা দোয়ার মাধ্যমে কাটাবার সুযোগ গ্রহণ করবে। কেননা, আরাফার দোয়া হল সর্ব শ্রেষ্ঠ দোয়া।

সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পর মোজদালিফার দিকে যাত্রা করবে। সেখানে পৌছে মাগরিব ও এশার নামাজ একত্র করে পড়বে। হাঁ যদি মোজদালিফায় এশার সময়ের পূর্বেই পৌছে যায় তাহলে মাগরিবের নামাজ মাগরিবের সময় পড়ে নিবে এবং পরে এশার নামাজ তার নির্দ্ধারিত সময়ে পড়বে। তবে যদি ক্লান্তি বা পানির স্বল্পতার দরুন জমা বা

17

একত্র করতেই হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই, যদিও এশার সময় না হয়। আর যদি আশংকা হয় যে, অর্ধরাতের পূর্বে মোজদালিফায় পৌছাতে পারবে না তাহলে মোজদালিফায় পৌছার পূর্বে হলেও নামাজ পড়ে নিবে, কেননা অর্ধরাত পর পর্যন্ত নামাজ পিছিয়ে নেয়া জায়েজ নয়। আর মোজদালিফায় রাত্রি যাপন করবে এবং ফজরের সময় হওয়ার পর পরই আজান ও একামত দ্বারা নামাজ আদায় করবে। অতঃপর মাশআরে হারামে গিয়ে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ও বড়ত্ব বর্ণনা করবে এবং সম্পূর্ণ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দোয়ায় মগ্ন থাকবে। যদি মাশআরে হারামে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে নিজ অবস্থান স্থলে থেকেই ক্বিবলামুখী হয়ে দুহাত উঠিয়ে দোয়া করবে। যখন পূর্ণ ফর্সা হয়ে যাবে তখন সূর্য উঠার পূর্বেই মিনার দিকে রওয়ানা দিবে এবং মোহাস্সির নামক উপত্যকায় আসলে দ্রুতগতিতে চলবে। মিনায় পৌছার পর জামরাতুল আকাবায় যা মক্কার দিক থেকে নিকটবর্তী পর পর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। কংকরগুলি বুটের দানা পরিমাণ হতে হবে। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় "আল্লাহু আকবার" বলবে। কংকর নিক্ষেপের পর কোরবানীর জানওয়ার যবেহ করবে। তারপর পুরুষেরা মাথা মুন্ডন করবে। আর মহিলারা অঙ্গুলির অগ্রভাগ পরিমাণ চুল ছোট

18

করবে। এরপর মক্কায় গিয়ে হজ্জের তাওয়াফ ও সাঈ করবে। কংকর নিক্ষেপ ও মাথা মুন্ডনের পর যখন তাওয়াফ করার জন্য মক্কায় যাওয়ার মনস্থ করবে, তখন সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নত। তাওয়াফ ও সাঈ শেষে মিনায় ফিরে এসে ১১ ও ১২ তারিখের রাত্রি যাপন করবে এবং দিনে সূর্য ঢলার পর তিনটি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবে। কংকর নিক্ষেপ করতে পায়ে হেঁটে যাওয়া সুন্নত। সর্বাগ্রে প্রথম জামরায় পর পর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। এই জামরাটি মক্কা থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী মসজিদে খায়ফের নিকট অবস্থিত। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করবে। কংকর নিক্ষেপ শেষে সামান্য এগিয়ে নিজ পছন্দ মোতাবেক দীর্ঘক্ষণ ধরে দোয়া করবে। যদি দোয়ার জন্য সময় কাটানো অসম্ভব হয় তাহলে সংক্ষেপে দোয়া করে নিবে, যাতে সুন্নতের উপর আমল হয়ে যায়। তারপর মধ্যবর্তী জামরায় পরপর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। কংকর নিক্ষেপের পর বাম দিকে সামান্য এগিয়ে কিবলামুখী হয়ে দু হাত উঁচু করে সম্ভব হলে দীর্ঘক্ষণ ধরে দোয়া করবে। আর না হয় সম্ভব পরিমাণ দাঁড়িয়ে দোয়া করে নিবে। তারপর জামরায়ে আকাবায় পরপর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবে। এই

19

জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর দোয়ার জন্য না থেমেই চলে যাবে। এভাবে ১২ তারিখে কংকর নিক্ষেপ করার পর যদি প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা হয়, তাহলে মিনা থেকে বের হয়ে যাবে। আর যদি ইচ্ছা হয়, তাহলে মিনায় ১৩ তারিখের রাত্রি যাপন করবে, এবং দিনে উপরোল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী তিনটি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবে। ১২ তারিখ সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে যদি মিনা থেকে বের না হয়, তাহলে আরেক দিন অবস্থান করে ১৩ তারিখ সূর্য্য ঢলার পর তিনটি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা করবে, তখন তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ না করা পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করবে না। কেননা নবীজী (সঃ) বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যেন তার সফরের শেষ আল্লাহর ঘরের সঙ্গে না করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে না। তবে ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী মহিলাদের উপর বিদায়ী তাওয়াফ নেই। আর তাদের পক্ষে বিদায়ের জন্য মসজিদে হারামের গেইটের পাশে অবস্থান করা উচিত নয়।

নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলি হজ্জ ও উমরাহ আদায় কারীর উপর ওয়াজিবঃ-

১। আল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত বিষয় ওয়াজিব করে দিয়েছেন তা পুংখানপুংখরূপে সম্পাদন করা। সঠিক সময়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা।

20

২। নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। যেমন, স্ত্রী সম্ভোগ, বেহুদা ও বিবাদ বিসংবাদমূলক কাজ ও কথা বার্তা ইত্যাদি।

৩। কথা ও কাজে কোন মুসলমানকে কষ্ট না দেওয়া।

৪। ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্য্যাদি থেকে দূরে থাকা।

এগুলো নিম্নরূপঃ-

(ক) চুল বা নখ না কাটা। তবে কাঁটা বিধলে তা' খুলতে কোন অসুবিধা নেই, যদিও রক্ত বের হয়ে যায়।

(খ) শরীর, কাপড়, পানীয় বস্তু অথবা খাদ্য দ্রব্যে সুগন্ধি ব্যবহার না করা। অনুরূপ সুগন্ধিযুক্ত সাবানও ব্যবহার করবে না। কিন্তু যদি ইহরামের পূর্বেকার ব্যবহৃত সুগন্ধি (শরীরে) থেকে যায়, তাহলে কোন দোষ নেই।

(গ) কোন হালাল স্থলচর জন্তু শিকার না করা।

(ঘ) উত্তেজনাসহ স্ত্রীর গা স্পর্শ করবে না অথবা চুমু দিবে না। আর স্ত্রীসহবাস এর চেয়েও দোষনীয়।

(ঙ) নিজের জন্য কিংবা অপরের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিবে না, এবং আকদ্‌ও করবে না।

(চ) হাত মোজা ব্যবহার করবে না। তবে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে হাত বাঁধলে কোন অসুবিধা নেই।

21

নিম্নে বর্ণিত বিষয়াদি বিশেষ ভাবে পুরুষের জন্য নিষিদ্ধঃ

(ক) এমন কিছু দিয়ে মাথা ঢাকবে না, যা মাথায় লেগে যায়। তবে ছাতা ব্যবহার করা, গাড়ী ও তাঁবুতে অবস্থান করা, অথবা মাথায় বোঝা চাপানো দোষনীয় নয়।

(খ) জামা, কাপড়, বারানিস, (এক প্রকার টুপি সংযুক্ত জামা) পায়জামা, এবং মোজা ব্যবহার করবে না। তবে যদি লুঙ্গি না পায় তাহলে পাজামা ব্যবহার করতে পারবে। এমনি-ভাবে যদি জুতা না পায়, তাহলে মোজা ব্যবহার করতে পারবে।

(গ) উপরোল্লেখিত পরিধেয় বস্তুর সাথে যা সামঞ্জস্য রাখে, তাও ব্যবহার করতে পারবে না। যেমন, আবা (এক প্রকার জামা) টুপি, গেঞ্জি ইত্যাদি। তবে, জুতা, আংটি, চশমা, শোনার জন্য কানের মেশিন, হাতঘড়ি ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও টাকা পয়সা রাখার জন্য কোমর বন্দ ও পেটি ব্যবহার করা জায়েজ আছে। অনুরূপ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য এমন কিছুর ব্যবহার যাতে সুগন্ধি নেই জায়েয আছে। মাথা ও শরীর ধোয়া জায়েয আছে, এমতাবস্থায় যদি অনিচ্ছা বশতঃ চুল পড়ে যায় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। আর মহিলারা মুখাচ্ছাদন অথবা বোরকা পরিধান করবে না। ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্য মুখ

22

খুলে রাখা সুন্নত। তবে পর পুরুষের সামনে মুখ ঢাকে রাখা ওয়াজিব। এখানে উল্লেখ্য যে, অমোহরেম অবস্থাতেও নারীদের জন্য পর পুরুষের সামনে মুখ ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

মসজিদে নববীর জিয়ারতঃ

(১) হাজীর আগ্রহ হলে হজ্জের আগে অথবা পরে মসজিদে নববীর জিয়ারত এবং সেখানে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে রওয়ানা দিবে। কেননা মসজিদে নববীতে নামাজ পড়া মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে হাজার নামাজ পড়া অপেক্ষা উত্তম।

(২) মসজিদে নববীতে পৌঁছে তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু' রাকাত নামাজ অথবা ইকামত হয়ে গেলে ফরজ নামাজ আদায় করবে।

(৩) অতঃপর নবী করীম (সাঃ) এর কবরের দিকে অগ্রসর হবে। এবং কবরের সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে সালাম পাঠ করবেঃ-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللهِ وَبَرَكَاتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ
وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّتِكَ خَيْرًا_

(৪) তারপর ডান দিকে দু এক কদম সরে গিয়ে আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) এর সামনে দাঁড়িয়ে এ বলে সালাম করবে ঃ-

23

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ خَلِيْفَةَ
رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ رَضِيَ اللهُ
عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا_

তারপর আরও দু এক কদম সরে গিয়ে উমর (রাঃ) এর সামনে দাঁড়িয়ে এরূপ সালাম করবে ঃ-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ أَمِيْرَ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
وَرَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ اللهُ عَنْ
أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا.

(৫) পবিত্র অবস্থায় ওজুসহ মসজিদে কুবায় যাবে, এবং নামাজ আদায় করবে।

(৬) বাকী' কবরস্থানে গিয়ে উছমান (রাঃ) এর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে এ বলে সালাম করবে ঃ-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُثْمَانُ أَمِيْرَ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةِ
مُحَمَّدٍ خَيْرًا_

24

বাকী কবরস্থানে অন্যান্য মুসলিম কবরবাসীদেরও সালাম করবে।

(৭) ওহুদে গিয়ে হজরত হামজা (রাঃ) এবং তাঁর সাথে যে সমস্ত শহীদান রয়েছেন তাঁদেরকে সালাম করবে। তাঁদের জন্য মাগফেরাত কামনা, আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টির জন্য দোয়া করবে।

-আল্লাহ তৌফিকদাতা-

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ_

হজ্জ ও উমরাহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ صفة الحج والعمرة	All right reserved Except for free distributions Shaikh Mohammed Saleh Alothaimeen Charity Organization	